মেহেরপুরেও প্রতারণার নয়া কৌশল !

পলিথিনের প্যাকেটে গুটি চীপস্। সাথে ৫০০ টাকার নোট। বোঝারই উপায় নেই এটি আসল, নাকি নকল। শুধু টাকার গায়ে লেখা আছে খেলনা টাকার নমুনা। কোমলমতি শিশুদের কাছে এটি খেলনা হলেও প্রতারকদের কাছে প্রতারনার নয়া হাতিয়ার। এ টাকা নিয়ে প্রতারিত হয়েছেন অনেকে। মেহেরপুরের সকল মুদি দোকানে এসব চীপস্ বিক্রি হচ্ছে। যদিও এ চীপস্ এর প্যাকেটে নেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নাম তবুও কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের।

তবে প্রশাসন বলছে, বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে। মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখা গেছে, মুদি ও চায়ের দোকানে ঝোলানো রয়েছে নাম না জানা কোম্পানীর এসব চীপস্ । সাথে প্লেইন পেপারে মুদ্রিত চকচকে ৫০০ টাকার নোট। এক প্যাকেটের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। শিশুরা এ টাকা পেয়ে বেজায় খুশি। সেই সাথে প্রতারকরাও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছে। দেখতে হুবুহু আসল টাকার মত হওয়ায় তারা সহজ সরল মানুষকে ওই টাকা দিয়ে ঠকানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে প্রতারিত হয়েছেন অনেকে। এদের মধ্যে গাংনীর কুঞ্জনগর গ্রামের কৃষক আশরাফূল ইসলাম ও নতুন পাড়ার মনিরুল অন্যতম। আশরাফূল ইসলাম জানান, তিনি গত সোমবার বামুন্দি হাটে পাট বিক্রি করে দশ হাজার টাকা পান। ওই টাকার মধ্যে দুটি ৫০০ টাকার নমুনা নোট পাওয়া যায়। নতুন ও চকচকে এ নোট দিয়ে দোকানে মালামাল কিনতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন টাকার নোটটি আসল নয়। সাথে সাথে টাকা দুটি পুড়িয়ে ফেলেন তিনি। এদিকে সবজি বিক্রেতা মনিরুল জানান,তিনি খলিশাকুন্ডি হাটে পেঁপেঁ বিক্রি করেন। সেখান থেকে একটি ৫০০ টাকার নোট দেয়া হয়,পরে তিনি বুঝতে পারেন এটি আসল টাকা নয়। আড়ৎদারকে বলা হলে তিনিও প্রতারণার স্বীকার বলে জানান। হাড়াভাঙ্গা গ্রামের একটি ভ্যারাইটিজ স্টোরে দোকানে কেনাকাটা শেষে মিলন নামের একজন ৫০০ টাকার নোট দেয় দোকানদার রাজু’কে। টাকা নেওয়ার সময় না দেখলেও পরে তিনি দেখেন টাকাটা নকল। পরে মিলনকে বিষয়টি তিনি জানিয়ে ফেরত দেন।
মেহেরপুর জেলার প্রত্যন্তাঞ্চল কাজিপুর ও হাড়াভাঙাগা বাজারের রাজিয়া স্টোর, স্বপন স্টোর, শামীর রেজার পাতা স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এসব চিপস। স্টোরের মালিকরা জানেন না শিশুদের জন্য

মারাত্নক ক্ষতিকর এসকল চিপস সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের নাম। রাজিয়া স্টোরের মালিক কাবের উদ্দিন বলেন, আমরা কোথাও গিয়ে কিনে আনি না,একজন লোক আমাদের দোকানে দিয়ে যায়। তবে কোনদিন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি।নামহীন ভুঁইফোড় কোম্পানির এই গুটি চিপস কতটুক স্বাস্থ্যকর এবং আটা ও চিনি দিয়ে তৈলে ভাজা গুটি চিপস কতটুক মানসম্মত পরিবেশে তৈরী হচ্ছে এ নিয়েও প্রশ্ন নানা মহলে।
মুদি ব্যবসায়ী কুঞ্জনগরের আক্কাছ আলী জানান, স্থানীয় হকাররা মুদি দোকানিদের এগুলো সরবরাহ করেন। এ টাকা থাকার কারনে ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা বেশ আকৃষ্ট হচ্ছে গুটি চিপস খেতে। বেচা বিক্রি বেশি। এ কোন কোম্পানীর তৈরী তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন নি। আক্কাছ আলীর মতো কোন ব্যবসায়ি নাম প্রকাশ করতে চাইছেন না উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের নাম। তবে প্রতারণার সংবাদে বিষ্মিত তারা। মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ বলেন, ইতিমধ্যে কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে। এসব খাবার যাতে বাজারজাত করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তবে নমুনা টাকার বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার । নতুবা অনেকেই প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তাজিমুল হক বলেন, এ বিষয়ে আমার জানা নেই। বেশ কয়েকদিন সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিলেন, পরে খোঁজ নেয়া হয়নি। তবে বিষয়টি শুনলাম, মাঠপর্যায়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।
মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন বলেন, এসব ভাজা-পোড়া খাবার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। এগুলো খাওয়া থেকে শিশুদের বিরত থাকতে হবে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান জানান, বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী কাজ করছে। সঠিক সময়ে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।

ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা

ইসমাইল হোসেন জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে!

ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এই বীর এখন বার্ধ্যক্য জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ৩য় তলার কেবিনে ১২ দিন যাবৎ চিকিৎসাধীন আছেন। ইসমাইল হোসেন ভাষা আন্দোলন,মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে নিজের জীবনের সোনালী দিনগুলো বিসর্জন করলেও আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। দুএকজন ছাড়া এই দু:সময়ে তাঁর কেউ খোঁজ রাখেনি বলে দু:খ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্যরা।

ইসমাইল হোসেন এর ছেলে আবু সাঈদ মোঃ ফারুক হোসেন বলেন, আমার পিতা মোঃ ইসমাইল হোসেন ভাষা সৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক। তিনি মেহেরপুরের একজন কৃতি সন্তান। আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আপনারা আমার পিতা ভাষা সৈনিক মোঃ ইসমাইল হোসেন কে আমার থেকে বেশি চেনেন এবং জানেন। আজ তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্নিক্ষণে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে আছেন। ওনাকে বার্ধক্য অক্টোপাসের মত চারিদিকে ঘিরে ধরে আছে। তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনের কোন কর্মকর্তা এই ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা, ভাষাসৈনিককের খোঁজ-খবর নেবার তাদের সুযোগ হয়নি। তাছাড়া হাসপাতালের সিভিল সার্জন,সুপার ও আরএমও তাদেরও একই অবস্থা। এই মানুষটি হাসপাতালের বারান্দায় দীর্ঘ ৬ দিন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন। মেহেরপুর এর সাংসদ ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি জেনারেল হাসপাতালের আইসিও ওয়ার্ড উদ্বোধন করতে গেলে আমি ওনাকে অনুরোধ করি আমার বাবাকে এক নজর দেখে যাওয়ার জন্য কিন্তু ওনার সময় হয়নি আমার বাবর সাথে দেখা করার বা খোঁজ খবর নেওয়ার।

তবে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক এডভোকেট মিয়াজান আলী,

গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের নিহত সাবেক চেয়ারম্যান বজলুর রহমানের স্ত্রী গাংনী উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক নুরজাহান বেগম ও মেহেরপুর পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমানকে। সেই সাথে আমি ও আমার পরিবার আরও কৃতজ্ঞ তৃণমূলের আওয়ামী লীগ,যুবলীগ এবং ছাত্রলীগের ছেলেদের কাছে। আমি ও আমার পরিবার মেহেরপুরের দলমত সকল শ্রেণি পেশার মানুষের কাছে দোয়া প্রার্থনা করছি। তিনি যেন সুস্থ্য হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। ওনার চলার পথে কোন ভুল ত্রুটি থাকলে সেগুলিকে ক্ষমা করবেন।
এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে ছিলেন। তিনি অসুস্থ এ বিষয়টি এই প্রথম জানতে পারলাম। অবশ্যই দলের পক্ষ থেকে আমরা দেখতে যাবো এবং একই সঙ্গে তার সুস্থতা কামনা করছি।

ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল হোসেন বর্ণাঢ্য জীবনী ইসমাইল হোসেন স্কুলজীবন থেকেই দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সাথে জড়িয়ে পড়েন। বাংলা নয় উর্দুই হবে রাষ্ট্রভাষা। পাকিস্তানীদের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঢাকা প্রথম বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিল বের করে ছাত্র সংগঠন। পুলিশ সেই মিছিলে গুলি করে তাতে সালাম, রফিক, জব্বার সহ নাম না জানা অনেকে সেদিন নিহত হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে সারাদেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

সেই প্রতিবাদে তিনি এই আন্দোলনে অন্যান্য ছাত্র দের সাথে মিছিলে জড়িয়ে পড়েন। তখন তিনি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে রাজটিকেট দিয়েছিলেন। পরে কোর্টের রায়ের উপর আদেশ প্রত্যাহার করে নেন স্কুল কর্তৃপক্ষ কিন্তু হারিয়ে যায় তার জীবন থেকে দুটি বছর। শুরু হয় ছাত্র রাজনীতি। তিনি ১৯৫৪ সালে ১ম মেহেরপুর মহাকুমা ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখন তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৭ সালে মেহেরপুর মহাকুমা ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৬২ সালে ছাত্র ও জনগণের ন্যায্য দাবীতে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এজন্য তিনি কারাবরণ করেন। মুসলিম লীগের সেই দুঃশাসনের সময়গুলোতে ছাত্র সংগঠন, সুরক্ষা ও স্থায়ী আন্দোলন অব্যাহত ও সংক্রিয় রাখেন। জীবিকার তাগিদে ১৯৬৬ সালে ব্যাংকে চাকরি গ্রহণ করেন। নিয়োগ পান বগুড়া শহরে। কিন্তু চাকরি আর বেশিদিন করা হয়ে উঠে না। বগুড়ায়

বঙ্গবন্ধুর জনসভা দেখতে গিয়ে সেদিন তিনি বঙ্গবন্ধুর নজরে আসেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী চাকরি ছেড়ে মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন করতে মেহেরপুরে ফিরে এসেছিলেন।

১৯৬৮ সালে স্থায়ী মহাকুমা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কঠোর পরিশ্রম, ঝুঁকি গ্রহণ ও অব্যাহত চেষ্টায় দলের নিস্তেজ সদস্যদের উজ্জ্বলিত করে এবং বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় দলকে গৌরবময় ও মর্যাদাদান প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়। যা তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বিষয়টি সকলেই অবগত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে ৬ দফা প্রচার কেন্দ্রিক জনজাগরণ ও আন্দোলনে মহাকুমার নেতৃত্ব দান করেন ও দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেন। সেই সময় স্থানীয়ভাবে আওয়ামী লীগের কোন সংগঠন ছিল না।

১৯৬৯ সালে মেহেরপুর মহাকুমার একমাত্র কৃষি ফার্ম (বারাদি) কৃষি শ্রমিকদের সংগঠিত করে শ্রমিক লীগ গঠন করেন এবং শ্রমিক লীগের উপদেষ্টা হিসেবে কর্তব্য পালন করেন। পরে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে শ্রমিকলীগ সংগঠনকে আরো মজবুত ও গতিশীল করতে সক্ষম হন। ভাসানী ন্যাপের সাথে দলের বিরোধ সৃষ্টি হয় আন্দোলন ও সংঘর্ষের চরম রূপ এর প্রেক্ষিতে তাকে আবারও কারাবরণ করতে হয়।
১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলীয় ভাবমূর্তির স্বপক্ষে এলাকায় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। সকলের শ্রম ও সাধনা কাজে লাগিয়ে সেই দিন নির্বাচনে মেহেরপুর জেলার সকল আসনে দলীয় সকল প্রার্থীর বিজয় লাভ করেন। দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এটা তার রাজনৈতিক জীবনের চরম পাওয়া।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল ইসমাইল হোসেনের। স্বাধীনতার শপথ পাঠ অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের নির্দেশে অধ্যাপক ইউসুফ আলী, জনাব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী এমপি সাহেবদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কথা স্মৃতির বড় সম্পদ।

১৯৭১ সালে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, দলীয় কর্মীদের সবাইকে নিয়ে চলে যান ভারতে। ভারত থেকে স্বাধীন যুদ্ধ সংগঠিত করতে জীবন উৎসর্গ শপথ নিয়ে নেমে পড়েন কাজে। ভারতের হৃদয়পুর যুবক্যাম্পে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মুজিবনগর সরকারের মনোনয়ন পেতে বেতাই যুবক্যাম্প কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে কুষ্টিয়া জেলা রেডক্রসের সভাপতি নির্বাচিত

হন। এই একই বছরে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের সভাপতি হন।

১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠিত হলে বঙ্গবন্ধু জেলা বাকশালের ডেপুটি সেক্রেটারি হিসেবে মনোনয়ন দান করেন। ১৯৮৯ সালে আওয়ামী লীগে ফিরে এসে ১৫ দলীয় জোট নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ওনার ২৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ২৪ বছর মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে মেহেরপুর শহরে অবস্থিত কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিল বিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক ও নারী শিক্ষা উন্নতি ও বিস্তারের জন্য শহরে মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

মেহেরপুরে গণটিকার দ্বিতীয় ডোজ প্রদান

গণ টিকাদান কার্যক্রমের আওতায় যারা করোনাভাইরাসের টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন, তাদের দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে।
মেহেরপুর পৌর সভার নির্ধারিত এলাকায় আগস্ট মাসে যারা যে কেন্দ্রে প্রথম ডোজ গ্রহণ করেছিলেন, প্রত্যেকেই একই কেন্দ্রে দ্বিতীয় ডোজের টিকা গ্রহণ করবেন।
বুধবার সকাল থেকেই মেহেরপুরে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ২য় ধাপে,১৮ বছরের উর্ধ্বে মোট ২ শত মানুষকে করোনা ভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।
দুই টি বুতে, পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা করে এই করোনা ভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে।
মেহেরপুরে প্রতিটি ওয়ার্ডের বুতেই সকল শ্রেণী পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে টিকা গ্রহণের আগ্রহ দেখা যায়।

বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ জানতে পেরে খুশি স্কুল-শিক্ষার্থীরা

মেহেরপুরে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সীমু ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আজ বুধবার সকাল থেকে মেহেরপুর শহরের গুরের আরোতের সামনে অবস্থিত সীমু ডায়াগনস্টিক সেন্টারে স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়। সীমু ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পরিচালক শাহজাহান আহমেদ ও সীমু আহমেদ এর নেতৃত্বে এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলার রাইপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে আসা মোট ৩০ জন স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করানো হয়। সীমু ডায়াগনস্টিক সেন্টারের এই কার্যক্রম আগামী ১ সপ্তাহ যাবৎ চলমান থাকবে।

মেহেরপুরে ৩ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে ৩ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ২ জন, মুজিবনগরে ১ জন।

মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১০৬ টি। তারমধ্যে ৩ জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৫৩ জন। তার মধ্যে সদরে ২০ জন, গাংনীতে ২৩ জন এবং মুজিবনগরে ১০ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ১৭৮ জন ।

মৃতদের মধ্যে সদরে ৮২ জন, গাংনী ৫৭ জন ও মুজিবনগরে ৩৯ জন।

গাংনীতে আবারো শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম

মেহেরপুরের গাংনীতে আবারো শুরু হয়েছে গণটিকা কার্যক্রম। মঙ্গলবার সকাল ৮টায় পৌরসভাসহ প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এ গণটিকা কার্যক্রম শুরু হয়ে বিরতিহীন ভাবে চলে বিকেল পর্যন্ত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নের ৬০০ জনকে এ টিকা দেওয়া হয়। গাংনী উপজেলার বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ ফিরে এসেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ টিকা গ্রহণ করছেন সকলে। টিকা গ্রহণের শুরুর দিকে কিছুটা অনিহা লক্ষ্য করা গেলেও বর্তমানে মানুষ বেশ সচেতন। টিকাকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল টেকনোলজিস্ট (ইপিআই) আব্দুর রশিদ জানান, ৮ আগস্ট ২০২১ তারিখে গণটিকা প্রথম শুরু হয়েছিল আজ দ্বিতীয়বারের মতো উপজেলায় মোট ৬’৫৬২ জনকে এ টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। তবে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ৫, ৪০০ জনের মধ্যে ৫,২৪২ জনকে টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন কারণে টিকা নিতে পারে নাই ১৫৮ জন। যারা বাকি রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ কি? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, টিকা প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। যারা কোন কারণে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে টিকা নিতে ব্যর্থ হয়েছেন তারা যদি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন তাহলে তাদেরকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মেহেরপুরে প্রতারনার নয়া ফাঁদ

!

দেখতে হুবুহু ৫০০ টাকার নোট। বোঝারই উপায় নেই এটি আসল, নাকি নকল। শুধু টাকার গায়ে লেখা আছে নমুনা টাকা। এটি মেহেরপুরের সকল মুদি দোকানে বিক্রিত গুটি চিপসে পাওয়া যাচ্ছে। যদিও এ চিপসে উৎপাদন কোম্পানীর নাম নেই। নেই উৎপাদন ও মেয়াদউত্তীর্ণের তারিখ। এ টাকা নিয়ে পতারিত হয়েছেন অনেকে। তবুও থেমে নেই চিপস ও নমুনা টাকার বিকিকিনি। ব্যাবসায়ীরা বলছেন ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার জন্যেই কোম্পানী প্যাকেটের ভিতরে এ টাকা সরবরাহ করছেন। প্রশাসন বলছে বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন দোকানে দেখা যাচ্ছে, সাদা রংয়ের পলিথিন প্যাকেটে গুটি চিপস। তাতে কোনো কম্পানীর নাম লেখা নেই। এক প্যাকেটের দাম মাত্র পাঁচ টাকা। সেই সাথে দেয়া হয় এই ৫০০ টাকার একটি নমুনা নোট। শিশুরা এ টাকা পেয়ে বেজায় খুশি। সেই সাথে প্রতারকরাও প্রতারণার ফাঁদ পেতে বসেছে। দেখতে হুবুহু আসল টাকার মত হওয়ায় তারা সহজ সরল মানুষকে ওই টাকা দিয়ে ঠকানোর চেষ্টা করছে। ইতোমধ্যে প্রতারিত হয়েছেন গাংনীর কুঞ্জনগর গ্রামের কৃষক আশরাফূল ইসলাম ও নতুন পাড়ার মনিরুল।

আশরাফূল ইসলাম জানান, তিনি গত সোমবার বামুন্দি হাটে পাট বিক্রি করেন। এসময় পাট ব্যাবসায়ীর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নেন। ওই টাকার মধ্যে দুটি ৫০০ টাকার নমুনা নোট পাওয়া যায়। নতুন ও চকচকে এ নোট দিয়ে দোকানে মালামাল কিনতে গিয়ে তিনি জানতে পারেন টাকার নোট টি আসল নয়।

সবজি বিক্রেতা মনিরুল জানান,তিনি খলিশাকুন্ডি হাটে পেঁপেঁ বিক্রি করেন। সেখান থেকে একটি ৫০০ টাকার নোট দেয়া হয়,পরে তিনি বুঝতে পারেন এটি আসল টাকা নয়। ব্যাবসায়ীদের সাথে কথা বলে এ কোম্পানীর পরিচয় মেলেনি। অনেকেই বলছেন স্থানীয় হকাররা মুদি দোকানিদের এগুলো সরবরাহ করেন। এ টাকা থাকার কারনে ছোট ছোট কোমলমতি শিশুরা বেশ আকৃষ্ট হচ্ছে গুটি চিপস খেতে। বেচা বিক্রি বেশি। তবে প্রতারণার সংবাদে বিষ্মিত তারা।

ভাটপাড়া গ্রামের মুদি দোকনি লুকমান হোসেন বলেন, একজন হকার কয়েকদিন আমাকে বেশ কিছু চিপস দিয়েছিল। সেগুলি আমরা তিন টাকায় কিনে ৫ টাকায় বিক্রি করেছি। এলাকার শিশুরা আবেগ আপ্লুত হয়ে কিনে

খেত। তবে তৈরী বা মেয়াদ শেষের তারিখ না থাকায় আর বিক্রি করিনা।

মেহেরপুর জেলার প্রত্যন্তাঞ্চল কাজিপুর ও হাড়াভাঙাগা বাজারের রাজিয়া স্টোর,সপন স্টোর, শামীর রেজার পাতা স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এসব চিপস। স্টোরের মালিকরা জানেন না শিশুদের জন্য মারাত্নক ক্ষতিকর এসকল চিপস সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠানের নাম। রাজিয়া স্টোরের মালিক কাবের উদ্দিন বলেন, আমরা কোথাও গিয়ে কিনে আনিনা,একজন লোক আমাদের দোকানে দিয়ে যায়। তবে কোনদিন তার নাম জিজ্ঞেস করিনি।
হাড়াভাঙ্গা গ্রামের একটি ভ্যারাইটিজ স্টোরে দোকান শেষে মিলন নামের একজন ৫০০ টাকার নোট দেয় দোকানদার রাজু’কে। টাকা নেওয়ার সময় না দেখলেও পরে তিনি দেখেন টাকাটা নকল। পরে মিলনকে বিষয়টি তিনি জানিয়ে ফেরত দেন।
নামহীন ভুঁইফোড় কোম্পানির এই গুটি চিপস কতটুক স্বাস্থ্যকর এবং আটা ও চিনি দিয়ে তৈলে ভাজা গুটি চিপস কতটুক মানসম্মত পরিবেশে তৈরী হচ্ছে এ নিয়েও প্রশ্ন নানা মহলে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমি খানম বলেন,বিষয়টি নিয়ে আমি অবগত নেই। খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

মেহেরপুর জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ বলেন,ইতিমধ্যে কয়েকটি দোকানে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করা হয়েছে।এসব খাবার যাতে বাজারজাত করতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে। তবে নমুনা টাকার বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া দরকার । নতুবা অনেকেই প্রতারিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

জেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তাজিমুল হক বলেন, এবিষয়ে আমার জানা নেই। বেশ কয়েকদিন সদর উপজেলা স্যানেটারি ইন্সপেক্টর তরিকুল ইসলাম বিষয়টি আমাকে জানিয়েছিলেন, পরে খোজ নেয়া হয়নি। তবে বিষয়টি শুনলাম,মাঠপর্যায়ে দ্রত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন বলেন,এসব ভাজা-পোড়া খাবার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ন ও অস্বাস্থ্যকর।এগুলো খাওয়া থেকে শিশুদের বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সিভিল সার্জন নাসির উদ্দীন বলেন,এসব ভাজা-পোড়া খাবার শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ন ও অস্বাস্থ্যকর।এগুলো খাওয়া থেকে শিশুদের বিরত থাকতে হবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনসুর আলম খান এবিষয়ে কোনো মন্তব্য দেননি।

মেহেরপুরে বসতঘরে আগুন লেগে আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই

মেহেরপুরে আগুন লেগে বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই হয়েছে।

সোমবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শহরের ফুলবাগান পাড়ার সুমন আলীর ঘরে আগুন লেগে ঘরের বিভিন্ন অংশ, আসবাবপত্র ও ঘরে থাকা ১৭ হাজার টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

সুমন আলী বলেন,

ছোট্ট এক কামরা টিনের ঘরে স্ত্রী ও আট মাসের শিশু সন্তান নিয়ে আমাদের বসবাস। সোমবার দুপুরে গ্যাসের চুলায় রান্না চাপিয়ে আমার স্ত্রী উঠানে বাড়ির অন্যান্য কাজ করছিল। ঘরে ঘুমিয়ে ছিলো আমার শিশু সন্তান। হঠাৎ বাচ্চার চিৎকার শুনে আমার স্ত্রী ঘরে গিয়ে দেখে আগুন লেগেছে। এসময় অল্পের জন্য আমার শিশুটি প্রাণে বেঁচে যায়। গ্যাসের সিলিন্ডার থেকেই আগুন লাগে।

তাদের আত্মচিৎকারে আশে পাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। তবে তার আগেই বসত ঘরের টিন, ঘরের আসবাবপত্র ও টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আগুনে সব পুড়ে যাওয়ায় সুমন একেবারে নিঃশ্ব হয়ে গেছে। বিষয়টি তাৎক্ষনিকভাবে ফায়ার সার্ভিসকে জানানো হয়।

সাইকেল পেয়ে ওদের চোখে আনন্দ অশ্রু

এখন আর স্কুলে যেতে কোন কষ্ট হবে না। বাপের কাছে টাকার জন্য আর হাতও পাততে হবে না। সাইকেলে চড়ে স্বাচ্ছন্দে স্কুলে যেতে পারবো। বান্ধবীদের সাথে ঘুরতেও পারবো। এমনি মনের আবেগ প্রকাশ করছিল চাঁদপুর গ্রামের দিনমজুর ফজলুর রহমানের মেয়ে রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মৌমিতা। প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাতায়াত খরচ লাগে ত্রিশ টাকা। দিনমজুর পিতার কাছ থেকে প্রতিদিন যাতায়াত খরচ চেয়ে নিতে হতো। টাকার অভাবে মাঝে মধ্যে পায়ে হেটে তিন কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হতো। এখন আর কোন কষ্ট রইল না তার।
শুধু মৌমিতা নয়, তার মতো রাইপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৭২ জন ছাত্রীর চোখে মুখে আনন্দের ছোঁয়া। অনেকেরই অনুভুতি প্রকাশের সময় চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে আনন্দ অশ্রু। অভিভাবকরাও বেশ আনন্দিত। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী শিরিন শিলার বাবা মকলেসুর রহমান জানান,তার তিন মেয়ে লেখাপড়া করে। সংসারের খরচের পাশাপাশি মেয়েদের যাতায়াতের খরচ দেয়া বেশ কষ্ট সাধ্য। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মেয়েকে সাইকেল দিয়েছে।

এখন আর বাড়তি টাকা খরচ হবে না। ওই টাকা দিয়ে ওদের মুখে খাবার তুলে দেয়া হবে।
শিক্ষার্থীরা জানান, অনেকের বাবা মা গরীব। তাদের সংসার চালঅতেই কষ্ট তার উপর যাতায়াতের জন্য বাড়তি খরচ। এসব চিন্তা ভাবনা ভাল লাগতো না। মাঝে মধ্যে তারা দল বেঁধে পায়ে হেটে বিদ্যালয়ে যেতো। পড়তে হতো বিড়ম্বনায়। এখন একজন অপর জনকে সাথে নিয়ে অনায়াসে বিদ্যালয়ে যেতে পারবে। বাই সাইকেল তাদের পড়ালেখাকে একধাপ এগিয়ে দিল বলেও মন্তব্য করেছেন তারা।
রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, বাইসাইকেল পেয়ে নারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করবে। অনেকেই দুর দুরান্ত থেকে বিদ্যালয়ে আসে। সময় মতো যানবাহন না পাওয়ায় অনেকে দেরীতে বিদ্যালয়ে পৌঁছাতো।

আবার অনেকে পায়ে হেটে আসার কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়তো। বাড়িতে গিয়েও ঠিকমতো পড়ালেখা করতে পারতো না। এখন আর তাদের সমস্যা হবে না।

এ ব্যাপারে রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন ছেপু জানান, অনেক দরীদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থী আছে যারা অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে যেতে পারে না আবার গরীব বাবা মার কাছে টাকা নিয়ে বিদ্যালয়ে আসতে কুণ্ঠাবোধ করে। তাছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপহার পেলে অনেকেই উপহারের আশায় আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করবে । এসব চিন্তা মাথায় রেখেই শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ি ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এলজিএসপি-৩ প্রকল্পের ছয় লক্ষ টাকা ব্যায়ে ৭২ টি বাইসাইকেল ক্রয় করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে, এতে শিক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং নারী শিক্ষার প্রসার ঘটবে। অনেক শিক্ষার্থী সময় মতো বিদ্যালয়ে আসতে পারে না আবার পায়ে হেটে আসার সময় নানা বিড়ম্বনায় পড়ে। এখন বান্ধবীরা এক সাথে সাইকেল চড়ে আসলে কেউ উত্যক্ত করতে পারবে না। অনেকেই আগ্রহী হয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করবে। ইউপি চেয়ারম্যানের এটি একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মেহেরপুর ভৈরব নদে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এর উদ্যোগে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের আওতায় অভ্যন্তরীণ জলাভূমি, বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত, প্লাবনভূমি, প্রাতিষ্ঠানিক জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর ভৈরব নদের পন্ডের ঘাট অংশে মাছের পোনা অবমুক্ত করণের উদ্বোধন করা হয়। সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের উদ্বোধন করেন।

এসময় মেহেরপুর সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা রবিউল ইসলাম,

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসরিন আক্তার,খামার ব্যবস্থাপক ইকবাল শরিফ, ক্ষেত্র সহকারী ফজলুর রহমান প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে ভৈরব নদ দাসপাড়া ঘাট এলাকা ৬৫ কেজি,দিনদত্ত ব্রিজ সংলগ্ন সেওটিয়া নদীতে ৫০ কেজি, মরা গাঙ খালে ৫০কেজি, পুলিশ লাইন পুকুরে ৩০ কেজি, যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পুকুরে ২০ কেজি,বুড়িপোতা ইউনিয়ন ভূমি অফিস পুকুরে ৩০ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের আওতায় ভৈরব নদ পন্ডের ঘাট এলাকায় ৭৫ কেজি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়।